রমণীখোশ তৈল

রাশেদুল আলম

[কোরান ও হাদিসের কতিপয় পবিত্র রসময় বাণী অবলম্বনে স্ফরিত, অতএব অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ]

'এই যে মুজাহিদ সাহেব, এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আল্যা কি শুধু আপনারই গরম হয়েছে? আমার আল্যা তো সিনা পর্যন্ত উঠে গেছে। মাত্র তো মাহফিল শেষ হলো, বসেন কিছুক্ষণ। ওই তালাকপ্রাপ্তা মহিলার মধ্যে এমন কী পেলেন যে এভাবে দৌড়াচ্ছেন?'

মুজাহিদ সাহেব ভ্যাবাছ্যাঁকা খেয়ে যান, নিজামী সাহেব তাঁর মতলব বুঝে ফেলেছেন দেখে একটু অবাক হন। কর্মীরা সবাই মুচকি মুচকি হাসছে। নিজামী সাহেবের নুরানি মুখে কিছু আটকায় না, পবিত্র বীর্যপাতের মতো তাঁর বাণীপাত ঘটে। অবশ্য তাঁদের দলের এটাই স্ট্র্যাটেজি। কর্মীদের দিলখোশ রাখতে তাঁরা এভাবে গণতন্ত্র চর্চা করেন। আমিরকে এজন্য ভালোও লাগে তাঁর। মুজাহিদ সাহেব হাসিমুখে জবাব দেন, 'তিনি তো আমার আত্মীয় ছিলেন। সাবালক হওয়ার পর থেকেই তাঁর ওপর আমার আল্যার নেকনজর পড়েছিল। কিন্তু শুভশাদি করতে পারি নি। আমরা ক্ষমতায় আসার পর তিনি আগের খসম ত্যাগ করে আমার আল্যার প্রতি ঈমান এনেছেন। এবং সার্ভিসও, মাশাল্যা, ভালো দিচ্ছেন।'

'দূর!', উপহাস করে উঠেন অভিজ্ঞ নিজামী সাহেব, 'সার্ভিসের আপনি কী বোঝেন? কচি মাল আস্বাদন করেছেন কখনো? ওটার কাঁচা বর্ণ-গন্ধ-স্বাদই আলাদা, যেন কচি জান্নাত- জান্নাতুল আশা।'
মুজাহিদ সাহেবের জিহ্বা বেরিয়ে পড়ে। ভাবেন, নেতার মতো যদি তাঁর নুরানি চেহারা থাকত! কী আশ্চর্য ক্ষমতায় তিনি ছুঁড়ি-কুঁড়ি-বুড়ি সবার সাথে লীলা করেন! আর তাঁর ছোটবিবি তো, আলহামদুলিল্যা, একটা পবিত্র মাল। তিনি তৎক্ষণাৎ এক কর্মীকে হাঁক দিয়ে দোকানে পাঠান। কর্মী ফিরে এলে তিনি নিজামী সাহেবকে বলেন, 'মনে হচ্ছে আজ ছোটবিবিকে ভোগ করবেন। ওনার জন্য আমার তরফ থেকে একটা ছোট্ট তোফা-*প্রাণ জুনিয়র ম্যাংগোজুস*। দয়া করে বলবেন আমি দিয়েছি।'

নিজামী সাহেব কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলেন, 'আপনাদের দেখছি আমার ছোট বেগমের জন্য অনেক মহব্বত। সেদিন সাইদী সাহেবও দুটো প্রাণ-মিল্কক্যান্ডি হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। আচ্ছা ঠিক আছে, বলব। আজ তাহলে আল্যা হাফেজ, আপনাদের *দুজনকে* আর দাঁড়িয়ে রাখাটা ঠিক হচ্ছে না। তবে কালকের ঘরোয়া মিটিঙে কিন্তু দেরি করবেন না। আসসালামু আলাই *কাম।*'

মুজাহিদ সাহেব হনহন করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকেন। আজ মাহফিলে বোরকার বাইরে থেকে এক পবিত্র রমণীর দেহাবয়ব স্পষ্ট তেলাওয়াত করা যাচ্ছিল। তখন থেকেই তাঁর আল্যা নেটওয়ার্ক সার্চ করতে থাকে। কিন্তু মজলিস হতে উঠে গিয়ে তো বাসায় বিবির কাছে যাওয়া যায় না। খুব কষ্টে আল্যাকে হ্যান্ডল করে

রেখেছেন। এটা নিশ্চয় শয়তানের কারসাজি; শয়তান নিশ্চয় আল্যার ওপর অসময়ে সওয়ার হয়ে তাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে।

এদিকে সেক্রেটারি সাহেবের দ্রুত চলে যাওয়ার ভঙ্গি দেখে নিজামী সাহেব মনে মনে হাসেন, তাঁর নুরানি দাঁড়িও তাঁর সাথে হাসে। কর্মীদের কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়ে তিনিও বেরিয়ে পড়েন। আজ তিনি তাঁর পরমপ্রিয় ছোটবিবির সাথে শয়ন করবেন। ছোট হলে কী হবে, বাতি আছে! উত্তেজনায় তাঁর আল্যা কেঁপে ওঠে, সৃষ্টিকর্তার অশেষ নেয়ামত! এ নেয়ামত তিনি ছড়িয়ে দিতে চান জনগণের মাঝে। নারীদের কষ্ট তিনি উপলব্ধি করেন, সংসার করার জন্য একজন নারীকে দীর্ঘ ১৮ বছর অপেক্ষা করতে হয়। এ অমানবিক আইন তাঁর বুকে আঘাত করে, তাঁর অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে। মনে মনে কসম কাটেন: নারীর অধিকার কায়েম করেই যাবেন। বাসায় ফিরে গোসল করে তিনি পাক হলেন। মাহফিলে খেয়েছেন বলে রাতে আর কিছু খেলেন না। এরপর খুব কোমল পবিত্র সুরে আশাকে ডাকতে লাগলেন, “আশাবিবি! আশাবানু! আমার জান...!” আশাবিবি কিছুটা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বিছানার এক কোণে বসে ছিলেন। নিজামী সাহেব ভাবলেন, তাঁর দেরী হয়েছে বলে আশা বেগম অভিমান করেছেন। মান ভাঙাতে তিনি রঙ্গ করতে লাগলেন, “এ যে দেখেন, আপনার জন্য কী এনেছি? এটা হলো প্রাণ জুনিয়র ম্যাংগোজুস। এটা না খুব মিষ্টি! এখানে ফুটা দিয়ে পাইপ ঢুকিয়ে খেতে হয়, আপনার মুজাহিদ চাচ্চু দিয়েছেন। একটু এদিকে আসেন না... আসেন আমরা বিসমিল্যা করি... আসেন... বিসমিল্যা... ।”

আশাবিবি মাথা নিচু করে বললেন, “আজ আমার শরীরে কী যেন হয়েছে, আমার ভয় লাগছে... ।”

নিজামী সাহেবের আল্যার ওপর যেন বজ্রপাত হল। তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন, “এ কী বললেন বিবি? এত দিন থাকতে আজ আমার আসবার দিনেই কেন আপনার শরীর খারাপ করল? ওদিকে মুজাহিদ সাহেব নিশ্চয় এতক্ষণে জিকির শুরু করে দিয়েছেন... ওহ্! আচ্ছা ঠিক আছে, বিবি, আপনার ভীত হবার কোনো কারণ নেই। আজ না হয় বিসমিল্যা অর্ধেক পড়লাম... ।” এরপর তিনি আশাকে কাছে টেনে নিলেন, আশার বক্ষ উন্মুক্ত করে সেখানে নুরানি দাঁড়ি বুলাতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর বিবি আশা ঘুমন্ত নিজামী সাহেবের লুঙ্গি নিয়ে কাজের বুয়াকে দিয়ে আসলেন ধোয়ার জন্য।

ভোরে নিজামী সাহেব সালাত আদায় করে কোরান তেলাওয়াত করতে বসেছেন। কিন্তু মনোযোগ রাখতে পারছেন না। ইদানিং খেয়াল করেছেন তাঁর আগের মতো দম নেই। বিবি-সম্প্রদায় মাঝে মাঝে মশকরা করেন। গতকাল আশাবিবির সাথে কিছু করতে না করতেই তাঁর আল্যা কাৎ হয়ে পড়েছে। অথচ কত রাত তিনি কত মহাপ্লাবন ঘটিয়েছেন! ভাবছেন, আজ মুজাহিদ সাহেবের সাথে একবার আলোচনা করবেন।

বেলা দশটায় মুজাহিদ সাহেব ও মালাওন সাইদী সাহেব তাঁর বাসায় আসলেন। সালাম বিনিময় হলো। তাঁর চিন্তিত মুখ দেখে সাইদী সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, “কোনো গুরুতর সমস্যা? কেউ নাফরমানি করেছে?”

বিমর্ষ নিজামী সাহেব বললেন, “আরে না, ওসব কিছু না। গতরাতে কোপাতে পারি নি। আমার ছোটবিবির প্রথম রজঃস্রাব হয়েছে। মুজাহিদ সাহেব, একটা নতুন প্রোবলেম দেখা দিয়েছে। আমার আল্যা তো কমজোর হয়ে পড়েছে, আগের মতো দম রাখতে পারে না। কী করা যায় বলুন তো?”

মুজাহিদ সাহেব উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, “*নারী*-ই-তকবীর! আমির সাহেব, জাতির এ দুঃসময়ে এটা তো একটা বিরাট সুসংবাদ, আপনি তো রাসুল (সা.) এর আদর্শ উম্মত হয়ে গেলেন! আমাদের নবীজীরও এই পবিত্র সমস্যা হয়েছিল। তিনি জিব্রাইলের কাছে জানতে চেয়েছিলেন বিবিদের সঙ্গে সঙ্গমের জন্য আরো অধিক পরিমাণে শক্তি লাভ করার উপায় আছে কি না। জিব্রাইল (আ.) তাঁকে *হারিসা* খেতে বলেছিলেন...”
সাইদী সাহেব তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, “এখন আর *হারিসার* জমানা নেই। ইসলাম যুগোপযোগী ধর্ম । ১৪০০ বছর আগে রাসুলের যুগে মহান *হারিসা* ফল দিত। এখন মানুষ সব কাফের, এজন্য আল্যাতা’লা দুনিয়া থেকে *হারিসা* তুলে নিয়েছেন। আমির সাহেব, আমি একটা উপায় জানি, অনুমতি দেন তো বলি।”
বিষণ্ন নিজামী সায় দিলেন।

তখন সাইদী সাহেব সেদিনের *তাহাদের সময়* পত্রিকা খুলে একটা বিজ্ঞাপন পড়া শুরু করলেন:

রমণী খোশ তৈল

পরিপূর্ণ পরিতৃপ্ত ও সুখী দাম্পত্য মিলনের
জন্য স্পেশাল রমণী খোশ তৈল
২৪ ঘন্টায় রেজাল্ট
উক্ত ঔষধ নারী ও পুরুষের দাম্পত্য মিলনের শক্তি ও স্থায়িত্ব
বৃদ্ধি করে। ইহা একমাত্র আমাদের প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায়।

হারবি হাউস
৩২, এয়ারপোর্ট রোড (২য় তলা),
ফার্মগেট, ঢাকা। ০১৭২০০৬১১৩২

প্রসন্ন নিজামী সাহেব তাঁর মোবাইলের বাটন টিপতে লাগলেন।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা: আবুল কাশেম রচিত *Sex & Sexuality in Islam*-এর বাংলা অনুবাদক জনাব খেলারাম পাঠককে, মহান আল্লাহকে এবং তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর *কাম* মহামানব হ.মু.(সা.)কে।

(নোটঃ এই লেখার মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে লেখকের। মুক্তমনা কোনভাবেই এই মতামতের জন্য দায়ী নয়।— মুক্তমনা মডারেটর)